দৈনিক জনকণ্ঠ

NOV. 27 2001
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ... ...

চট্টগ্রাম ঃ ইস্পাহানী পাবলিক স্কুলে জীবনে প্রথম ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে এসে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে ওরা। পরীক্ষা দিচ্ছে দু'শিশু (উপরে), স্কুলের বাইরে অভিভাবকদের প্রচণ্ড ভিড় — জনকণ্ঠ

চট্টগ্রামের স্কুলগুলোতে ভর্তিযুদ্ধ শুরু ॥ সবাই খুঁজছে ভাল স্কুল ॥ ইস্পাহানীতে ১শ' আসনে পরীক্ষার্থী ১৩শ'

কামাল পারভেজ, চট্টগ্রাম অফিস ॥ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর অভিভাবকদের চরম উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে চট্টগ্রামের নামীদামী স্কুলগুলোতে প্লে গ্রুপে কোমলমতি শিশুদের ভর্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। বরাবরের মতো এবারও আসনপ্রতি ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দশগুণ ছাড়িয়ে গেছে। সোমবার মৌসুমের প্রথম ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজে। সেখানে ১শ' আসনের বিপরীতে পরীক্ষায় অংশ নেয় প্রায় ১৩শ' শিশু।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, চট্টগ্রাম শহরে ব্যাঙের ছাতার মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও লেখাপড়ার ভাল পরিবেশ আছে এ রকম প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। হাতেগোনা ১৫টির মতো প্রতিষ্ঠান যশ-খ্যাতি পেয়েছে। অভিভাবকরা নিজের সন্তানকে এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাতেই বেশি আগ্রহী। এর আগে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, শহরে প্রতিবছর কমপক্ষে ১৬ হাজার শিশু ভর্তি পরীক্ষা দেয়। অথচ এদের বিপরীতে নামীদামী প্রতিষ্ঠানের আসনসংখ্যা সর্বোচ্চ দেড় হাজার। এই বিপুলসংখ্যক শিশুকে কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাতে না পেরে অভিভাবকরা বাধ্য হয়ে যান ভুঁইফোড় প্রতিষ্ঠানগুলোতে। অথচ সেগুলোতে লেখাপড়ার পরিবেশ একেবারেই নেই। চলছে বাণিজ্যিক মনোবৃত্তির মধ্যে। এ কারণে নামী প্রতিষ্ঠানগুলোর পরীক্ষা এলেই ভিড় জমান অভিভাবকরা। এমন এক ঠাসাঠাসি চিত্র দেখা গেছে গতকাল সোমবার ইস্পাহানী পাবলিক স্কুলে। সেখানে একশ' আসনে ভর্তির জন্য পরীক্ষা দিতে গেছে প্রায় তেরো শ' শিশু। এতসংখ্যক শিশুর ঠাসাঠাসিতে সেখানে ভিন্ন এক দৃশ্যের অবতারণা হয়। তা ছাড়া উৎকণ্ঠিত অভিভাবকদের ভিড় ছিল উপচেপড়া। পরীক্ষা চলাকালে ভিড় সামলাতে স্কুল কর্তৃপক্ষ আনসার নিয়োগসহ বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হাসিনা জাকারিয়া নিজেই তদারক করেন সবকিছু। তিনি জানান, প্রতিবছরই এ রকম ভিড় হয় পরীক্ষার্থীদের। প্রতিষ্ঠানের নিরঙ্কুশ সুনামের জন্য প্রতিবছরই পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা বাড়ছে বলে জানালেন তিনি। বলাবাহুল্য প্লে গ্রুপ ছাড়াও ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজের স্থান এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলে প্রতিবছরই থাকে শীর্ষে। সে কারণে প্লে গ্রুপে বেশিরভাগ অভিভাবকের প্রথম পছন্দও এই স্কুলটি। এদিকে নগরীর অন্য স্কুলগুলোতেও ভর্তি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে। বেশিরভাগ স্কুলের ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু বা শেষের পথে। বাংলাদেশ মহিলা সমিতি স্কুলে ফরম বিতরণ শুরু হয়েছে গতকাল সোমবার। পরীক্ষা হবে ৫ ডিসেম্বর। অঙ্কুর সোসাইটি স্কুলে পরীক্ষা ৩ ডিসেম্বর। তাদের ফরম বিতরণ শুরু হয়েছে ২৫ নবেম্বর। এ ছাড়া উইলিয়াম কেরি, চিটাগাং গ্রামার লিটল জুয়েল, সাইডার ইন্টারন্যাশনাল, সেন্ট মেরিস, প্রেসিডেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, মর্নিং সানসহ বেশকিছু স্কুলেও ভর্তিযুদ্ধ শুরু হবে সহসাই। এর বাইরে সরকারী ও বেসরকারী অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও প্রাথমিক শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষার প্রক্রিয়া চলছে। জানা গেছে, ডিসেম্বর মাসটি যাবে ভর্তি পরীক্ষার আয়োজনের মধ্যে।